ইউরোপের রপ্তানি বাজার হতে পারে ১০ হাজার কোটি টাকা

সামনে সুবর্ণ সুযোগ, বাংলাদেশ ইউরোপের বাজার চাহিদা বৃদ্ধির সুযোগ সময় মতো নিলে বছরে ১০ হাজার কোটি টাকার বেশি আয় করতে পারবে... লিখেছেন **নাসিম আহমেদ**

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কথা নিশ্চয়ই মনে আছে? ব্যবসা-বাণিজ্যের নামে এসে ধীরে ধীরে ক্ষমতা কুক্ষিগত করেছিল কোম্পানিটি। ব্রিটিশ সরকারের কূটচালের জবাব প্রাথমিকভাবে উপমহাদেশের লোকজন দিতে পারেনি। ব্যবসায়িক সুবিধা দিয়ে শুরু হয়ে তা শেষ হয়েছিল রাজনৈতিক ক্ষমতার পরিবর্তনে। পৃথিবী এখন বদলেছে, দেশগুলোও ক্ষমতা দখলের চিন্তা না করে ব্যবসায়িক সুবিধাকে প্রাধান্য দেয় বেশি। প্রত্যেক দেশের সরকারের চেষ্টা থাকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির। কীভাবে রপ্তানির পরিমাণ বাড়ানো যায়, তার চেষ্টা থাকে সব সময়। সম্প্রতি বাংলাদেশের সামনেও এসেছে সেই সুযোগ। হিমায়িত খাদ্য এবং তৈরি পোশাকের ক্ষেত্রে আগামীতে রপ্তানি আরো বৃদ্ধি পেতে পারে। আর তা যাবে মূলত ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলোয়। হিমায়িত খাদ্যের ক্ষেত্রে এ সুযোগ এসেছে ইইউ-র খাদ্যমান মেনে চলার কারণে।

ইউরোপে হিমায়িত খাদ্যের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় বাংলাদেশের সুযোগ এসেছে রপ্তানি বাড়ানোর। ১৯৯৭ সালে খাদ্যমান নীতিমালা অনুসরণ না করায় ইউরোপ রপ্তানি বন্ধ করে দিয়েছিল। কিন্তু ১৯৯৮ সালের পর থেকে হিমায়িত খাদ্যমানের নীতিমালা মোটামুটিভাবে মেনে চলছে বাংলাদেশ। এ পর্যন্ত কোনো ক্রেতা আর অভিযোগ করেনি। বাংলাদেশ হিমায়িত খাদ্য রপ্তানি প্রতিষ্ঠানের সভাপতি মাকসুদুর রহমান বলেছেন, বাংলাদেশ তার ৪৫% হিমায়িত খাদ্য ইউরোপে রপ্তানি করে। দেশে অবস্থিত ১৩০টি চিংড়ি চাষ প্রকল্পের ৫৮টি ইউরোপীয় ইউনিয়নের সন্তুষ্টি লাভ করেছে।

বর্তমানে বাংলাদেশ মোট রপ্তানির প্রায় ৪.৮৬% হিমায়িত খাদ্য থেকে আয় করে থাকে। ২০০৪-০৫ অর্থবছরে এ খাতে প্রায় ৪২১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। চলতি অর্থবছরে এ খাতে সরকারের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশ ৪৫০ মিলিয়ন ডলার আয় করতে পারে।

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, চেষ্টা করলে বাংলাদেশ বছরে বাড়তি ১০ হাজার কোটি টাকা (প্রায় দেড় বিলিয়ন ডলার) আয় করতে পারে। হিমায়িত খাদ্যের ক্ষেত্রে মূল সমস্যা অতিরিক্ত চাহিদা মেটানোর জন্য প্রয়োজনীয় উৎপাদন বৃদ্ধি।

যেসব চিংড়ি প্রকল্প এখনো ইউরোপীয় মানসম্পন্ন হতে পারেনি সেগুলো এই মান অর্জন করলে খুব দ্রুত এ ক্ষেত্রে রপ্তানি বৃদ্ধি সম্ভব। বাংলাদেশ যদি হিমায়িত খাদ্যমান এবং পরীক্ষার পদ্ধতি সন্তোষজনক পর্যায়ে রাখতে সক্ষম হয় তাহলে ইউরোপ আরো হিমায়িত খাদ্য আমদানিতে আগ্রহী হবে। মৎস্য মন্ত্রণালয় এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা নিতে সচেষ্ট হলেও কঠোর ইউরোপীয় নীতিমালা সন্তুষ্ট করা অবশ্য সহজ হবে না।

রপ্তানির ক্ষেত্রে অন্য সুযোগটি এসেছে চীনের সফলতায়। ইউরোপে চীন তৈরি পোশাক শিল্পে দারুণ সাফল্য পেয়েছে। ২০০৪ সালে চীনের পোশাক রপ্তানির পরিমাণ ছিল ১৪.২৮ বিলিয়ন ডলার। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার চুক্তি অনুযায়ী কোটা নির্ধারণ করা হয়েছিল উন্নয়নশীল দেশগুলোর সুবিধার্থে; যার আওতায় উন্নয়নশীল দেশগুলো নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্য রপ্তানির সুযোগ পায়। বাংলাদেশ এ চুক্তির সুবিধা পেয়ে আমেরিকা ও ইউরোপে পোশাক রপ্তানি করছে। ইউরোপে চীনের পরেই বাংলাদেশের অবস্থান। চীনের সাফল্যে উদ্বিগ্ন হয়ে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন তাদের সঙ্গে আলোচনা করছে। চীনের সবচেয়ে বড়

ইউরোপে রপ্তানি চিত্র (২০০৪-২০০৫ অর্থবছর) (মিলিয়ন মার্কিন ডলারে)

	নিট	বুনন	তৈরি পোশাক	নিট	বুনন	তৈরি পোশাক
ইউরোপ	১৭৮৮.০৯	১৮৭৪.২৭	৩৬৬৬.৩৬	২২৩৮.১০	১৭০৭.৫৬	৩৯৪৫.৬৫
বিশ্ব	২১৪৮.০২	৩৫৩৮.০৭	৫৬৮৬.০৯	২৮১৯.৪৭	৩৫৯৮.২১	৬৪১৭.৬৮
ইউরোপে রপ্তানি	৮৩.২৪	৫৩.০৯	৬৪.৪৮	৭৯.৩৮	৪৭.৪৬	৬১.৪৮

সূত্র: ইপিবি

সুবিধা হলো, অন্য যেকোনো দেশের তুলনায় এরা কম খরচে পণ্য উৎপাদন করতে পারে। ফলে বিশ্ব বাজারে পণ্যের দাম কম হয়, যা চীনা পণ্যকে প্রতিযোগিতাশীল করে তোলে। এ জন্য তারা খুব দ্রুত ইউরোপের পোশাক বাজারে শীর্ষস্থানীয় রপ্তানিকারক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। চীন যেভাবে ইউরোপ ও আমেরিকায় তৈরি পোশাকের বাজার দখল করে নিচ্ছে, তাতে দুটি দেশই খুব উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে। ইতিমধ্যে চীনের পোশাক রপ্তানির প্রবৃদ্ধি একটি নির্দিষ্ট সীমায় বেঁধে দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায়। ২০০৭ সাল পর্যন্ত পুরুষদের ট্রাউজার, পুলওভার, টি-শার্ট, মহিলাদের ব্লাউজ ও সুতি কাপড়ের ক্ষেত্রে রপ্তানি কোটা দেয়া হচ্ছে। চীন এই ক্ষেত্রগুলোতে পূববর্তী বছরগুলোর তুলনায় ৮-১২%-এর বেশি (বর্তমান অর্থবছরের তুলনায়) রপ্তানি করতে পারবে না। এ চুক্তি বাংলাদেশকে সুযোগ করে দিচ্ছে রপ্তানি বৃদ্ধির। বর্তমানে বাংলাদেশ ইউরোপে মূলত টি-শার্ট, পুলওভার, ট্রাউজার এবং ব্লাউজ রপ্তানি করে থাকে। এগুলো ইউরোপে মোট রপ্তানির প্রায় ৭৮%। ২০০৫ অর্থবছরে পোশাক শিল্পে বাংলাদেশ প্রায় ৪ বিলিয়ন ডলার আয় করেছে, যা দেশের মোট পোশাক রপ্তানির ৬০%-এর ওপরে। যেহেতু টি-শার্ট, ব্লাউজ, পুলওভার, ট্রাউজার বিভাগে বাংলাদেশের মূল প্রতিযোগী ছিল চীন; তাই চীনের ওপর কোটা অর্পিত হলে বাংলাদেশের সুবিধা হওয়ার কথা। স্বভাবতই রপ্তানিকারক হিসেবে দ্বিতীয় অবস্থানে থাকায় বাংলাদেশের প্রতি ইউরোপীয় দেশগুলো আগ্রহী হয়ে উঠবে। তাই আগামী বছর দুয়েকের মধ্যে বাজারে অবস্থান দৃঢ় করতে পারলে হয়তো কিছুটা মূল্য বৃদ্ধি সম্ভব। বাংলাদেশ প্রধানত স্বল্পমূল্যের পণ্য রপ্তানি করতে আগ্রহী। কিন্তু চীনের সঙ্গে এখানে প্রতিযোগিতায় পেরে ওঠা খুব কঠিন। তাই বাংলাদেশের রপ্তানিকারকদের উচিত হবে দামি পোশাক তৈরির ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া। চীন নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশি তৈরি করতে পারবে না। এই তিন বছরে উদ্যোগী হলে বাংলাদেশ অপেক্ষাকৃত বেশি দামি পোশাকের শ্রেণীতে নিজেদের একটা অবস্থান তৈরি করতে পারবে।

এ ক্ষেত্রে ইউরোপীয় বায়িং হাউজের সঙ্গে দ্রুত যোগাযোগ বৃদ্ধি এবং আগ্রহ প্রদর্শন করা উচিত। ইউরোপীয় ফ্যাশন ভিন্নধর্মী হওয়ায় চুক্তির আগে সে দিকেও খেয়াল রাখতে হবে। ইউরোপিয়ানরা যেহেতু পরিবেশ এবং প্রস্তুত প্রণালীর ব্যাপারে বেশ কঠোর, তাই দুটো দিকেই চিন্তাভাবনার প্রয়োজন। ইউরোপীয় নীতিমালা সঠিকভাবে প্রণয়ন না হলে অঙ্কুরেই রপ্তানি বৃদ্ধির সম্ভাবনা শেষ হয়ে যাবে।

ইউরোপের পোশাক আমদানিকারক প্রধান দেশসমূহ

জার্মানি
নেদারল্যান্ড
ফ্রান্স
যুক্তরাজ্য
ইটালি
বেলজিয়াম
স্পেন

ইউরোপে বাংলাদেশী পণ্যের চাহিদা আগের চেয়ে আরও বেড়েছে

চীনের ওপর কোটা অর্পিত হলে বাংলাদেশের সুবিধা হওয়ার কথা। স্বভাবতই রপ্তানিকারক হিসেবে দ্বিতীয় অবস্থানে থাকায় বাংলাদেশের প্রতি ইউরোপীয় দেশগুলো আগ্রহী হয়ে উঠবে।

ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন

রূপু- ১৭ই সেপ্টেম্বর রাতে তুমি যা বলেছো তাতে আমি আরো বেশি অবাক ও বিস্মিত। আসলে এই এতো বছর পরও তুমি আমাকে চিনতে পারোনি। আসলে হৃদয় যখন হৃদয়কে বুঝতে পারে না তখনই ব্যাখ্যার প্রয়োজন পড়ে। তুমি আমাকে আরও পড়ে উঠতে পারোনি, তাই আমি আর আমার প্রসঙ্গে কোনো ব্যাখ্যা বা অজুহাত তৈরি করিনি। তোমার দেয়া সব অভিযোগ আমি নতশিরে মেনে নিয়েছি। তারপরও প্রার্থনা, জগদ্বীশ্বর তোমার মঙ্গল করুক। -মাহবুব/জার্মানি

***

রূপবান- তোমার-আমার বিচ্ছেদে আমি কতোটা পরাজিত হয়েছি বা তুমি কতোটা জয়ী হয়েছো জানি না। তবে আমাদের দু'জনার ভালোবাসাই সবচেয়ে বেশি পরাজিত হয়েছে। আমি শুধু আমাদের ভালোবাসা জন্য আজো কষ্ট অনুভব করি। -মাহবুব/জার্মানি

***

রূপবান- এতো কিছুর পরও আমি যেন আজো অন্য কোনো বাঁধনে জড়িয়ে আছি। কি সেই অদৃশ্য বন্ধন, বুঝে উঠতে পারি না। সেটা কি তোমার প্রতি মোহ, মায়া অথবা ভালোবাসা? জানি না। তবে সেই অদৃশ্য, নামহীন বন্ধনের শক্তি আমাদের পুরনো ভালোবাসার চেয়েও বেশি। এটা আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারি, বলবো।
- মাহবুব/জার্মানি

***

রূপবান- আমার সমস্ত কৃতকর্ম একদিকে আর অন্যদিকে যদি তোমার প্রতি ভালোবাসা পরিমাপ করো, তাহলে কোনটার পাল্লা ভারী হবে, আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে। -মাহবুব/জার্মানি

***

রূপু- Your last word striked me very rudely. আমার কানে এখনো তোমার অভিযোগের প্রতিধ্বনি বাজে। তোমার অভিযোগের কোনো উত্তর আমার জানা নেই। -মাহবুব/ জার্মানি